কুশল পাহাড়ী

BANGLADARSHAN.COM

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

॥কুশল পাহাড়ী॥

ভাদ্রের শেষে মনোহরপুর বেড়াতে গিয়েছিলুম সেবার। কাছেই অরণ্যময় সুন্দরগড় স্টেট। মনোহরপুর স্থানটা চারিধারে শৈলাচলে ঘেরা। বেড়াতে এসেছিলুম দুদিনের জন্যে, এখানে থাকবো ঠিক করেছিলুম ডাকবাংলোয়। কিন্তু আলাপ হয়ে গেল স্থানীয় এক বাঙালী ভদ্রলোকের সঙ্গে। তিনি নিয়ে গেলেন তাঁর বাসায়, ছাড়লেন না কিছুতেই।

আমি বললাম—আপনার অসুবিধে হবে। হয়তো বেশিদিন থাকবো।

তিনি মৃদু হেসে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে বললেন—আঃ বাঁচলুম। দুমাসের বেশিও কি থাকবেন।

—না।

—থাকুন না।

—না।

—তবে কেন 'কিন্তু করচেন? প্রবাসে বাঙালীর বন্ধু বাঙালী। স্বদেশে তা নয়। জানেন তো সঞ্জীববাবুর উক্তি? যতদিন ইচ্ছে থাকুন। নিজের বাড়ি মনে ভাববেন।

BANGLADARSHAN.COM

মনোহরপুর থেকে ন' ক্রোশ দূরে কুশল পাহাড়ী 'ভৈরব থান'—অর্থাৎ দেবতার ক্ষেত্র! একদিন মন্মথবাবু বললেন—যাবেন সতীশবাবু একটা খুব ভাল জায়গায়?

—কোথায়?

—ভাল একজন সাধু আছেন ওখানে। রাস্তাও দুর্গম। গরুর গাড়িতে যেতে হবে।

—আমার সাধু-সন্নিসিতে দরকার নেই। জঙ্গল আছে তো?

—রাম জঙ্গল।

—তবে যাবো।

সুন্দরগড় আরণ্য-প্রকৃতির লীলানিকেতন। পথে পথে করম গাছের ফুলের ঝরা পাপড়ি বিছানো। লম্বা-ঠোঁট ধনেশ পাখি ও বনটিয়া ডালে ডালে বেড়াচ্চে। ক্বচিৎ কোনো পর্বৎ চূড়ায় প্রভাতের সোনালী রোদ এলানো, ক্বচিৎ কোনো পার্বত্য ঝর্ণার জলের ধারে লোহাজালির ফুল ফুটে পাথর ঢেকে ফেলেচে। পথেরও শেষ নেই, অরণ্যেরও শেষ নেই, মুক্ত শৈলমালাবেষ্টিত ভূমিশ্রীরও শেষ নেই, প্রান্তরেরও শেষ নেই। বনে বনে ময়ূর বনে বনে কোট্‌রা, ভালুক, লেপার্ড।

গরুর গাড়ি চলেচে মন্থর গতিতে। কখনো ঢালু পাহাড়ীপথ উঠচে আমলকী গাছের ফলভারানত শাখাপ্রশাখার ছই ঘেঁষে। কখনো ফুল ছড়ানো উপত্যকা বেয়ে নামচে জল-ভরা নালার দিকে। কালীপাহাড়ীর শৃঙ্গ ঠেলে উঠেচে ঘনবনের ওপরে ভিসুভিয়াসের মোচাকৃতি শিখরদেশের মত।

সকালে গরুর গাড়ি ছাড়া হয়েছিল। সঙ্গে ছিল চিঁড়ে, চিনি, কলা, দই, পাকা পেঁপে, বাড়ির তৈরি ক্ষীরের সন্দেশ ও আচার। পথে যোগাড় করে নিলাম বড় বড় ডাঁসা আমলকী পাকা বনডুমুর, কাঁচড়াদাম শাক। বর্ষার দিনে পথের এই সৌন্দর্যের তুলনা হয় না। সেদিন ভাবছিলুম আজ এ বন যেন শেষ না হয়। শেষ হলেই তো এ মায়া ফুরিয়ে যাবে। আবার পড়বে লোকালয়। তখুনি শুরু হবে ব্লাকমার্কেট, খবরের কাগজ, হপ্তায়-একদিন-ভাত-খেওনা-উপদেশ, উদ্বাস্তু-সমস্যা। এই রকম মায়া জগতের মধ্যে দিয়ে যতদিন চলে চলুক গাড়ি।

বেলা বারোটা।

একটা কি বন্য নদী বনের ছায়ায় ছায়ায় জলপ্রপাত তৈরি করে লাফাতে লাফাতে ছুটে চলেচে। বর্ষার উজ্জ্বল জলস্রোতে প্রাণবন্ত।

বললাম সঙ্গীকে—কি নদী মশাই?

BANGLADARSHAN.COM

—কোয়েল নদীর শাখা।

—দক্ষিণ কোয়েল?

—নিশ্চয়। এই নদীর জলে এক রকম পাথর পাওয়া যায়, বেশ সুন্দর রং। আপনাকে দেখাবো...মনে হবে হাইনিজ্ জেড্। আসুন আগে একটা বড় পাথর আছে—তার ওপর বসে খাওয়া-দাওয়া করা যাবে।

—আপনি কতবার এসেচেন এদিকে?

—ভৈরব থানের সাধুজির সঙ্গে দেখা করতে চারবার এসেচি। দেখবেন, তিনি সাধারণ সাধু নন। ভক্তি হবে আপনার।

—'এমনকি আপনারও' বলা উচিত ছিল বোধ হয়। আমার মতামত তো কাল শুনলেনই।

সেই প্রকাণ্ড পাথরখানাতে একটা শতরঞ্চি বিছিয়ে আমরা বসে পড়লুম। ক্ষুধার উদ্রেক হয়েছিল এ উক্তি আমাদের পেটের অবস্থার তুলনায় নিতান্ত অপ্রতুল ও অবাস্তব। ক্ষুধায় আমাদের পেটের ভেতরটা দাউ দাউ করে জ্বলছিল। এ দেশের জলের গুণ আছে বটে! অগ্নিমান্দ্যে ভুগছিলাম গত একবছর, ক্ষুধাবোধ একেবারে ছিল না। বেশ পেট ভরে চিঁড়ে দই ও ফল খেয়ে ঝর্ণার নির্মন জল পান করে আবার গাড়ি ছেড়ে দিলাম। এবার অনেকটা পথ আমরা হেঁটে গেলাম—কেননা সব সময় গরুর গাড়িতে যাওয়া' বড়ই কষ্টকর। ছায়াস্নিগ্ধ

বনবীথিতে বন্যকুসুম ছড়িয়ে দিয়েচে ঠাণ্ডা বাতাসে। অলক হয়ে এসেচে মধ্যাহ্নটি, এই দীর্ঘ অবকাশমুখর নিভৃত, নির্জনে, অরণ্য-পথে, কুঞ্জবনে শুধু পাখির মেলা, শুধু সাদা মেঘের উড়ে যাওয়া মাথার ওপরকার নীল আকাশের মাঝখানে শুধুই ঘুঘুর ডাক দূরে দূরে গাছপালার মগডালে! বর্ষার মেঘ ওঠেনি তাই রক্ষে।

একটা কথা আমার মনে হচ্ছিল। নাগরিক জীবন থেকে বহু দূরের এই সব বনপথ সম্পূর্ণ নিরাপদ। চুরি ডাকাতি এখানকার লোকেরা জানে না। সঙ্গী বললেন—এদের কাছে টাকার বাক্স রেখে যাবেন, চেনেন না চেনেন, এসে আবার নিয়ে যাবেন—আমি জানি।

—রাস্তাঘাটে মেরে ধরে নেয় না? রিভলবার নেই? হাতবোমা নেই? জিপ নেই?

—ওসব শোনে কি কখনো এরা। চুরিই জানে না।

—চলে কি করে এদের? চাষ তো তেমন দেখচি নে।

—বিরহোড় জাত এদিকে বেশি। তারা বনের গাছে শিমের লতা তুলে দেয়—যেখানে সেখানে। ওই শিমই তাদের খাদ্য। আর পাখি, খরগোশ, গিরগিটি, সাপ সবই ওদের খাদ্য। অল্পে সন্তুষ্ট, খাটতে চায় না। মহুয়ার তাড়ি খেয়ে তিন দিন বুঁদ হয়ে রইল। টাকার মূল্য বোঝে খুব কমই।

BANGLADARSHAN.COM

একদি বিরহোড় পরিবারের পর্ণকুটির পড়লো পথের পাশে বনের আড়ালে। পুরুষ নেই। মেয়েরা উদুখলে কুটচে। সুন্দর, সুঠাম দেহভঙ্গি, অটুট স্বাস্থ্য উপচে পড়চে সারা শরীর বেয়ে। মুখের হাসি পবিত্র, সলজ্জ। ওদের ঘরের কাছে অন্য কোনো ঘর নেই—আছে দূরে দূরে। কোনো বাঙালীর মেয়ে এই নিবিড় বনের মধ্যে এমনধারা পর্ণকুটিরে একা ছেলেপুলে নিয়ে থাকতে পারবেন না একদিনও। তাঁদের সভ্যতাদুর্বল মন বাঘ ভালুক ভূতের ভয়ে আড়ষ্ট হয়ে যাবে একদিনে। হাতে পায়ে খিল লাগবে।

সভ্যতা আমাদের শরীর ও মন নিস্তেজ করে দিয়েচে, এ কথার সত্যতা শহরে থেকে তত উপলব্ধি করা যাবে না। এক ট্রামস্টপ থেকে অন্য ট্রামস্টপ পর্যন্ত যেতে হলে যেখানে লোকে ট্রামে ওঠে, সেখানে থেকে বুঝতে পারা যাবে না মুক্ত অরণ্য জীবনের সাহস, শক্তি, তেজ, কষ্টসহিষ্ণুতা। ভাল করে বুঝলাম সেটা আজ।

অস্তদিগন্ত পাটল বর্ণের রঙে আকাশ রাঙিয়েচে, বনতরুর শীর্ষে শীর্ষে রাঙা আলো, লতার দুলুনি ঝোপে ঝোপে—এমন সময় ভৈরব থানে আমরা পৌঁছে গেলাম। সাথী বললেন—সঙ্গে মশারী আছে আমাদের?

—নেই।

—তবে?

—মশা খুব?

—মনে হচ্চে এখানে মশা আছে।

—চীনে ধূপ দু-একটা সুটকেসে আছে জ্বালাবো এখন। থাকবো কোথায়?

—একটা ঘর আছে সেখানে কেউ থাকে না। গাড়োয়ানকে দিয়ে ঝাঁট দিয়ে পরিষ্কার করিয়ে নেবো। রান্না করা যাবে রাত্রে।

—খুব ভাল। এ তো এক রকমের পিক্‌নিক্‌। এখন মনে হচ্চে মেয়েদের নিয়ে এলে খুব আমোদ হত।

—সামনের পূর্ণিমায় মেলা হবে এখানে। কলকাতা থেকে মা-লক্ষ্মীকে নিয়ে আসুন সে সময়ে, চমৎকার হবে।

—সাধুজীর সঙ্গে দেখা হবে না এখন?

—নিশ্চয়ই হবে। চলুন, ডেরা ঠিক করে নিয়ে তারপর ওখানে যাওয়া যাবে।

বাসা ঠিক হয়ে গেল তখনি। বেশি পরিষ্কার করতে হল না—কিন্তু ঘরের মেঝেতে গোটাকতক গর্ত দেখে মেজাজ খারাপ হয়ে গেল। এই বর্ষাকালে গর্ত যেখানে থাকে, সেখানে বিষাক্ত সাপের আড্ডা। কি করা যায়? আমার সঙ্গী বললেন, অত ভয় পাবেন না। রান্না তো শেষ করি আগে।

মঙ্গল টুডু বলে একজন সাঁওতালের সঙ্গে কাঠের কথা বলতে সে কাঠ এনে দিতে রাজী হল। চার পয়সা মাত্র চুক্তি—আমাদের রান্নার সব কাঠ এনে দেবে। সে-ই বললে—কোন ঘরে রান্না করচিস তুরা?

BANGLADARSHAN.COM

—নাট মন্দিরে?

—কেনে রে? ওটায় যাসনি। ঘাটোয়ালী বাংলোয় যা, তোদের জন্যেই তো সাহেবের বাংলো খোলা থাকে। লিয়ে যাবো চল্‌ সেখানে।

মঙ্গল টুডু আমাদের কাঠ ও জল এনে দিয়ে রান্নার সাহায্য করলে। ঘাটোয়ালী বাংলোয় আমরা গেলাম রান্না খাওয়ার পরে। তখন সন্দে হওয়ার পর ঘণ্টা-দুই কেটে গিয়েছিল।

ঘাটোয়ালী বাংলোটি খড়ের ঘর বটে কিন্তু সিমেণ্টের মেঝে, চেয়ার টেবিল খাটিয়া সব সাজানো আছে, এমন কি জানলায় দরজায় পর্দা পর্যন্ত। শিমূল শালের ঘাটোয়ালী জমিদার গবর্ণমেণ্ট বন বিভাগের উচ্চপদস্থ কর্মচারীদের বাসের জন্যে এই বাংলোঘর করে দিয়েচেন এবং তাঁর খরচে এটার মেরামত, পরিষ্কার ইত্যাদি চালু রেখেচেন দয়া করে নয়, ঘাটোয়ালী আইন-অনুসারে বাধ্য হয়ে। আমরা গর্ভণমেণ্টের কর্মচারী নই বটে কিন্তু বাঙালী ভদ্রলোক—সুতরাং সাত-খুন মাপ। চৌকিদার তখুনি সেলাম বাজিয়ে ঘর খুলে দিলে।

এইবার সাধুজির সঙ্গে দেখা করতে যাবার জন্যে আমরা বেরুলাম। মঙ্গল টুডু আমাদের সঙ্গে ছিল সে আমাদের জানালে, সাধু খুব বড়। মৌন থাকেন দিনে। রাত্রে কথা বলেন।

সাধু দেখে বিস্মিত হলাম। প্রায় সত্তরের কাছাকাছি বয়স হবে, আবক্ষ বিলম্বিত শ্বেত শ্মশ্রু, গলায় তুলসীর মালা, হৃষ্টপুষ্ট নাদুস-নুদুস দেহ, পিতৃস্নেহভরা শান্ত বড় বড় চোখদুটি। বাঙালী সাধু, মানভূম জেলায় বাড়ি ছিল। সতেরো বছর বয়স থেকে উদাসী, গৃহত্যাগী। সব খোলাখুলি বললেন আমাদের কাছে। সাধুসুলভ গর্বের অস্পষ্টতা নেই তাঁর।

সাধুজী বসে ছিলেন একটা সুপ্রাচীন বিশাল শালতরুর গুঁড়ি ঘেঁষে খুব বড় ও চওড়া একখানা মসৃণ শিলাখণ্ডের ওপর। শুক্লা নবমী তিথির জ্যোৎস্না ডালপালার ফাঁকে ওঁর আসনে এসে পড়েচে। কুশল পাহাড়ীর শৈলশ্রেণী ভৈরব থানকে চারিদিকে ঘিরেছে। বহু পুরাতন পাথরের চাঁই। সব যেন এখানে সুপ্রাচীন–প্রাচীন সাধু, প্রাচীন শালবৃক্ষ, প্রাচীন শিলাসন, প্রাচীন অরণ্যভূমি! মনে হল এ পরিবেশ ছেড়ে আর কোথাও যাচ্চিনে। থেকে যাই এখানেই। ঋষি, সাধু, প্রবক্তাদের জ্যোতির্বাহিনী এখানেই এ জিনিস আর কোথাও পাবো না–সুন্দরগড় রাজ্যের এই সুদূর বনভূমিতে যে বৃদ্ধ পিতৃবৎ স্নেহশীল, ব্রহ্মজ্ঞ ঋষির পাদমূলে এসে আজ পৌঁছেচি, তিনিই মনে শান্তি এনে দেবেন। পথেঘাটে এ দুর্লভ জিনিসের সন্ধান মেলে না।

আরো মুগ্ধ হলাম যখন সাধুজী ঈশোপনিষদের একটা শ্লোক উচ্চারণ করে তার ব্যাখ্যা করতে লাগলেন। বার বার বলতে লাগলেন, "কবির্ম্মনীষী পরিভূঃ সয়ম্ভু।" শ্লোকটির মধ্যেকার 'কবি' কথাটার অর্থ–বৃদ্ধ। সাধুর মুখের সেই মধুর গম্ভীর বাণী আজও কানে বাজচেঃ

BANGLADARSHAN.COM

"কবিই তিনি বটেন বাবা। এখানে বসে বসে দেখছি। এই শালগাছটাতে ফুল ফোটে, বর্ষাকালে পাহাড়ের ময়ূর ডাক, ঝর্ণা দিয়ে জল বয়ে যায়, তখন ভাবি, কবিই বটে তিনি। আমি কিছু পাইনি বাবা। ভড়ং দেখচো, এ সব বাইরের। ভেতরের জ্ঞান কিছু হয়নি। তবে দেখতে চেয়েচি তাঁকে। তাঁর এই কবিরূপ দেখে ধন্য হয়েচি।"

এ সব বছর সাতেক আগেকার কথা।

আবার কলকাতা শহরে দুবেলা নিয়মিত অফিস করচি। অর্থের সচ্ছলতা এমন নেই যে যখন তখন বা প্রতিবৎসরে বেরিয়ে যাবো বেড়াতে। সেদিন একটা পার্টিতে গিয়েছিলাম। বড়লোকের বাড়ির পার্টি। অনেক বড়লোকের আনাগোনা–ক্রাইস্‌লার হাঁকিয়ে, বুইক হাঁকিয়ে, মির্নাভা হাঁকিয়ে। বেশ সুন্দর সব চেহারা, কেতাদুরস্ত সাজগোজ।

কিন্তু এত শিক্ষিত ও সম্ভ্রান্ত, অবস্থাপন্ন লোকের সম্মেলনে সেদিন যা আশা করে গিয়েছিলুম তা পেলাম কই? শুধুই শুনলুম বৈষয়িক কথাবার্তা

যেমন–

–দেওঘরের বাড়িটাতে এবার যাওয়া হল না। বড় ছেলের ইচ্ছে, আরো কিছু ফার্নিচার কিনে পাঠিয়ে দিলাম। কেউ গেল না গতবার, এবারও না। ওটা আর রাখবো না। আমার তো নিজের সময় নেই যাওয়ার। ছেলেরাও যেতে চায় না। বিষণলাল দালাল চল্লিশ হাজার দর দিয়েছিল মার্চ মাসে। আমার স্ত্রীর ইচ্ছে নয় বাড়ি বেচি। অথচ যাওয়াও হয় না। আপনার রিজেণ্ট পার্কের জমিটাতে কিছু করলেন?

–হ্যাঁ, প্ল্যান শ্যাংশন করতে দেওয়া হয়েচে। আশি হাজারের ওপর এস্টিমেট দিয়েচে বাগচি। ওরাই করবে। পি. ঘোষালের বাড়িটা তো বাগচি করলো–চমৎকার করেচে।

অথবা–

–ইলেক্‌শানের আগে এই সব মজুর শ্রমিকের গোলমাল কেমন মনে করেন?

–ভাল না। সব জায়গায় চলচে। যে পার্টি মনে ভাবুন এদের সপক্ষে যাবে না, ইলেক্‌শানের সময় তাদের মুশ্‌কিলে পড়তে হবে।

–সে তো বোঝাই যাচ্চে। ইলেকশানের আগে দেশের মধ্যে বিরোধ, দলাদলির ফল এই দাঁড়াবে–

তারপর চললো বিশ্লেষণ। রাজনৈতিক তথ্যের বিশ্লেষণ।

BANGLADARSHAN.COM

সেই বৈদ্যুতিক আলোয় আলোকিত, সুবেশ, সুশিক্ষিত, ভদ্রজনসমাগমের মধ্যে বসে আমার মনে আসছিল কুশল পাহাড়ীর সেই প্রাচীন সাধুর কথা। তাঁর সেই সুন্দর সরল বাণী, নির্জন বনানীঘেরা বটতলটিতে যা সে-রাত্রে উচ্চারিত হয়েছিল, এখানে বসে আবার তারই স্মৃতি জেগে উঠলো অতীত দিনের দ্রুত, আধো-ভোলা, আধো মনে-পড়া কোনো মধুর গানের একটি চরণের মত।

আর একটি কথা বলেছিলেন।

কি অদ্ভুত লাগছিল সেটা ভরা ভাদরের বেতসকুঞ্জ ও শালবীথির পরিবেষ্টণীতে। মস্ত বড় একটি বাণী।

বলেছিলেন তিনি:

–মুক্তির ধারণা বন্ধন আছে বলেই আসে। যথার্থ বিচারের দৃষ্টিতে মানুষের মুক্তিও নেই বন্ধনও নেই। ব্রহ্ম এক অচিন রাজ্য, যে সেখানে যায়, সেই বোঝে ব্রহ্ম দ্বৈতও নয় অদ্বৈতবাদেরও প্রাপ্য নয়! অনুভূতিই একমাত্র জিনিস। মানুষ মুক্ত আছেই, কেবল সে সম্বন্ধে সচেতন নয় সে। মানুষ সদামুক্ত, সে মানুষ। কিছু পড়তে হবে না। কিছু সাধনা করতে হবে না। অনুভূতিই উত্তরায়ণের সেই অভিযাত্রী, যা তাকে পলকে মুক্তির

জ্যোতির্লোকে নিয়ে গিয়ে তুলতে পারে! বিশ্বাস কর বাবা। মানুষ মুক্ত। সে-ই নিজেকে নিজে বেঁধেছে। সে-ই অনুভব করুক সে মুক্ত! সে মানুষ সে মুক্ত।

॥সমাপ্ত॥

BANGLADARSHAN.COM